করণকারক

"আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদুর সীমন্তসীমা-'পরে।" "পূজা হোম যাগ প্রতিমা-অর্চনা—এ সকলে এবে কিছুই হবে না।" "ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।" "একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন।" "মা মেনকার অশ্রুকণায় বিশাল গিরীশ পড়ল ঢাকা।" "অরুণ আলোয় শুকতারা গেল মিলিয়ে।" "আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়!" উদাহরণগুলি লক্ষ্য কর। কেমন করিয়া আঁকিতেছিল?—যত্নে। কিসে কিছুই হইবে না?—এ সকলে। কী দিয়া তৈয়ারী?—স্বপ্ন দিয়ে। কী দিয়া ঘেরা?—স্মৃতি দিয়ে। কিসে বাঁধিয়াছি?—একসূত্রে। কিসের দ্বারা ঢাকা পড়িল?—অশ্রুকণায়। কিসের দ্বারা মিলাইয়া গেল?—আলোয়। কিসের দ্বারা ভুলিয়া?—ছলনে (ছলনায়)। স্থূলাক্ষর পদগুলির সাহায্যে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াগুলি সম্পাদিত হইতেছে। এইজন্য ইহারা করণকারক।

৮৩। করণকারক: কর্তা যাহার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহাকে করণকারক বলে।

করণকারকে বিভক্তিচিহ্ন—এ (স্থলবিশেষে য়, য়ে), তে (এতে), র (এর) প্রভৃতি বিবিধ বিভক্তিচিহ্নের প্রয়োগ হয়। "বিহঙ্গ বাঁটুলে বিন্ধে লতায় জড়িয়া বান্ধে।" "তোমারে করিবে বন্দী নিত্যকাল মৃত্তিকা-শৃঙ্খলে সাধ্য আছে কার।" আবৃত্তির মাধুর্য আবৃত্তিকারের অঙ্গসঞ্চালনে নয়, তাঁর কণ্ঠস্বরের সুডৌল উত্থান-পতনে। "সবুজ ঘাসে ছেয়ে গেছে মাঠ।" "আপনার হাতে দিতেন জ্বালায়ে কনক-প্রদীপমালা।"

"পুরবীতে (পুরবী রাগিণী-যোগে) ধরি তান…গাহিতে লাগিল রামদাস।" "নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে।" "দুই ধারে তৃণের মঞ্জরী সিক্ত মোর আঁখিজলে।" "প্লাবিয়াছ চারিধার কি সৌরভে, লাবণ্যজোয়ারে।" দেখো, ছুরিতে যেন আঙুল কেটো না। ট্যাক্সিতে এলাম, বাসে যা ভিড়। টাকায় বাঘের দুধ পাওয়া যায়। মুখে আমরা অনেকেই রাজা-উজির মারি। চোখে দেখি, কানে শুনি। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়ো না। এত মোটা কলমে লেখা যায়? "গৈরিকে আজ কে ছোপালে কমলাফুলী চেলী?" "আলতাপরা পায়ের ছোঁয়ায় রক্তকমল ফোটে।" স্বর্ণসীতা সোনায় গড়া, না অশ্রুতে? তুলির প্রসাদে তাঁর ভরে গেল বুক। "উদ্যান উজ্জ্বল শত শ্বেতপুষ্পহাসে।" চাই শুধু একটা কলমের (কলম দিয়া অর্থে) খোঁচা। পুলিসের রুলের (রুল দিয়া অর্থে) গুঁতো কত গুণ্ডাকে যে ঠাণ্ডা করল। "যে হয় আপনজনা, নয়নে তারে যায় গো চেনা।"

দ্বারা, দিয়া (দিয়ে), করিয়া (করে), কর্তৃক, হইতে (হতে) প্রভৃতি অনুসর্গের প্রয়োগ: নিজে না গিয়ে লোক দিয়ে তত্ত্ব পাঠাও না। "সাত মাসের বাচ্চুরকে দিয়ে ওই জানালা না চাটাতে পারলে শোধন হবে না।" (বিচিত্র উদাহরণ: অনুসর্গ থাকা সত্ত্বেও মূল শব্দে কে বিভক্তির প্রয়োগ) "নৌকা করে বউ এল রে।" জল কাচের গ্লাসে করে দাও। "কাশী শুধু মাটি দিয়ে গড়া নয়, মন্ত্র দিয়েও।" এ সন্তান হতে (সন্তানের দ্বারা অর্থে) তব বৃদ্ধি পাবে বংশের গৌরব। "এ কার্য বীরেন্দ্রসিংহ হইতে হইবে না।" জগৎকে বই দিয়ে না ছুঁয়ে মন দিয়ে ছুঁতে চেষ্টা কর।

করণে শূন্যবিভক্তি: ক্রীড়ার্থক ও প্রহারার্থক ক্রিয়ার করণে বিভক্তি লোপ পায়। যুধিষ্ঠির আবার পাশা (পাশা দিয়া) খেলিতে বসিলেন। তাস খেলা ছেড়ে ফুটবল খেলা ও লাঠি খেলা শেখ। গাধাকে হাজার চাবুক (চাবুক দিয়া অর্থে) মারো, সে গাধাই থাকবে। শিক্ষকমহাশয় ছাত্রটিকে বেত মারিলেন। সেইরূপ লাঠি মারা, ঢিল মারা, ঘুষি মারা ইত্যাদি। এখানে দ্বারা বা দিয়া অনুসর্গের লোপে স্থূলাক্ষর পদগুলিতে করণকারকে শূন্যবিভক্তি হইয়াছে।

ক্রিয়াটিকে কাহার দ্বারা, কিসে, কী দিয়া ইত্যাদি প্রশ্ন করিলে যে উত্তর পাইবে, তাহাই করণকারক।

॥ করণের শ্রেণীবিভাগ ॥

(ক) যন্ত্রাত্মক করণ: ক্রিয়াসম্পাদনের ইন্দ্রিয়গোচর উপায়কে যন্ত্রাত্মক করণ বলে। "আঁখিতে তার গড়িছে মুকুতা সাগরের জলপরী।" রঙীন চশমায় সবকিছুই রঙীন দেখায়। আকাশ কি ধোঁয়ায় মলিন হয়? "আনিলা তোমার স্বামী বান্ধি নিজ গুণে।" (ধনুকের ছিলায়)

(খ) উপায়াত্মক করণ: ক্রিয়াসম্পাদনের উপায়টি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলে তাহাকে উপায়াত্মক করণ বলে। বলে না হোক, ছলে বা কৌশলে কার্যসিদ্ধি চাই-ই। অন্তর যাদের ঘৃণায় পূর্ণ, তারা করবে জনকল্যাণ? "কীর্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি।" বক্তৃতার বাহাদুরিতে পেট ভরে না। "আনিলা তোমার স্বামী বান্ধি নিজ গুণে।" (চারিত্রিক উৎকর্ষে)

(গ) সমধাতুজ করণ: কোনো ক্রিয়া বা ক্রিয়াজাত বিশেষণ যে ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করণকারকটিও যদি সেই ধাতুনিষ্পন্ন হয় তাহা হইলে সেই করণকে সমধাতুজ করণ বলে। পৃথিবী আমাদের কী মায়ার বাঁধনেই না বেঁধেছে। (বাঁধন বিশেষ্যপদটি এবং বেঁধেছে

ক্রিয়াপদটি একই বাঁধ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। বৃদ্ধাটি জরায় জীর্ণ দেহখানা নিয়ে জগন্নাথদর্শনে চলেছেন (বিশেষ্য জরা ও বিশেষণ জীর্ণ একই সংস্কৃত জৄ ধাতুনিষ্পন্ন)। ঝাড়ন দিয়ে চেআর-টেবিলগুলো ঝেড়ে দাও (ঝাড়ন ও ঝেড়ে একই ঝাড়্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। বড়ো জ্বালায় জ্বলছি। "তোমার মতো এমন টানে কেউ তো টানে না।"

(ঘ) করণের বীপ্সা : "রঞ্জিয়াছ পুষ্পে পুষ্পে ধরিত্রীর বিচিত্র অলক।" তারায় তারায় ভরা নিশীথ-আকাশ। রোগে রোগে দেহটা জীর্ণ হয়ে গেল। জলে জলে পচে গেল দেশটা।